'বুনো' জাতি নাম তার বুধই সর্দার।
তাহার বেগুন ক্ষেত বড়ই সুন্দর।।
বুদ্ধিমন্ত তাহা দেখি না পারে রহিতে।
যেন কত দায়, নারে সুস্থির হইতে।।
হইল তাহার মনে এ ভাব উদয়।
এ বেগুন লাগাইব প্রভুর সেবায়।।
বাটী গিয়া বড়সী দিয়া কই মাছ ধরি।
সেই মাছ আর এই বেগুন তরকারী।।
লক্ষ্মীমাতা করে যদি ব্যঞ্জন রন্ধন।
জগন্নাথ খেলে মম সফল জীবন।।
কেমনে বেগুনে নিব অস্থির ভাবিয়া।
হেনকালে এক নারী উপস্থিত গিয়া।
বুধই তাহাকে বলে "শুন ওগো মাতা।
কাহার বেগুন এই জান সেই কথা।।"
নারী বলে 'জানি আমি বার্ত্তাকুর বার্ত্তা।
বুধই বুনোর ক্ষেত আছে তার মাতা।।
অই দেখা যায় সেই বুধইর বাড়ী।
বুধই বাড়ীতে নাই বাড়ী আছে বুড়ী।।'
বার্ত্তা শুনি বুদ্ধিমন্ত চ'লে গেল তথা।
যথায় বসিয়া আছে বুধইর মাতা।।
বুড়ীর চরণে গিয়া করিল প্রণাম।
বলে মাতা মোর হয় বুদ্ধিমন্ত নাম।।
তব ছেলে বুদ্ধিমন্ত আমিও বুধই।
আমি তব ছেলে মোর 'মিতা' গেছে কই?
'মিতা' বুঝি বাড়ী নাই খেতে কিবা আছে।
শীঘ্র মোরে খেতে দাও ক্ষুধা হইয়াছে।।
বুড়ি বলে 'মোরা বুনো শোন্ ওরে বাবা।
ভাজা পোড়া ঘরে নাই খেতে দিব কিবা।।
চিড়া না বানাই মোরা মুড়ি না বানাই।
বানাইতে নাহি জানি ভাত মাত্র খাই।।'
বুধই বলেছে 'মাতা বড় ক্ষুধা পাই।
মা বলেছি তব ভাত খেলে দোষ নাই।।
বুড়ী ভাবে মা বলে চরণে দিল হাত।
ভক্তি ক'রে সেবা দিল খেতে চায় ভাত।।'
বড়ই মমতা হ'ল বুড়ীর অন্তরে।
জল দেওয়া পান্তাভাত দিল বুধইরে।।
'বাবা জগবন্ধু' বলি ছাড়িলেন হাই।
বলে 'বাবা ভাবনার ফল যেন পাই।।'
বুড়ী দিল পান্তাভাত সম্মুখে আনিয়ে।
ক্ষেতে ছিল কাঁচা লঙ্কা আনিল দৌড়িয়ে।।
খাইয়া বলে 'গো মাতা বড় ভাল খাই।
মরিচ আনিতে মা বেগুন দেখ্‌তে পাই।।
'মিতা নাই বাড়ী মা কি বলিব তোমায়।
গুটি কত বেগুন লইতে ইচ্ছা হয়।।
ভাত খেয়ে দণ্ডবৎ করে তার পায়।
বুড়ীর পায়ের ধূলা মাখে সর্ব্বগায়।।
বুড়ী বলে বাবা তো বেগুন নিতে চেলে।
বুধই কহিছে 'মাতা ভাল হয় দিলে।।'
আগে আগে বুড়ী যায় বেগুনের ক্ষেতে।
সুন্দর সুন্দর গুলি লাগিল তুলিতে।।
সাধুজী ফেলিয়া দিল গায়ের চাদর।
বেগুন তুলিয়া বুড়ী রাখে তারপর।।
বেগুন তুলিল প্রায় ছয় সাত সের।
বুদ্ধি কহে 'আর কার্য্য নাহি বেগুনের।।'
অমনি প্রণাম করি বুড়ীর পদেতে।
বেগুন চাদরে বেঁধে নিল মস্তকেতে।।
বুদ্ধি কহে 'অশীর্ব্বাদ কর মা আমায়।
এ বেগুনে জগবন্ধুর সেবা যেন হয়।।'
পথে আসি দাঁড়াইয়া রহিলেন বুড়ী।
বেগুন লইয়া বুদ্ধি যায় দৌড়াদৌড়ি।।
ত্বরা করি উতরিল বাটীতে আসিয়া।
কবজী মারিতে গেল বড়সী লইয়া।।
নৌকা বেয়ে বিল মধ্যে গিয়া তাড়াতাড়ি।
বৃহৎ কবজী মৎস্য মারে তিন কুড়ি।।